তিনটি মতবাদ

তাক্বলীদ | ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | ধর্মই রাজনীতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তিনটি মতবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনটি মতবাদ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ২২
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

النظريات الثلاثة (التقليد الأعمى والعلمانية والدين هو السياسة)

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৮৭, যুবসংঘ প্রকাশনী।
২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১০ হা.ফা.বা. প্রকাশনা
ছফর ১৪৩১ হি./মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ বাং।
৩য় সংস্করণ : রামাযান ১৪৪১ হি./বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/মে ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী
হাদিয়া
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

TINTI MOTOBAD by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
তিনটি মতবাদ	০৫
১ম মতবাদ : তাক্বলীদ	০৬
তাক্বলীদের সংজ্ঞা	০৭
তাক্বলীদ ও ইত্তেবা	০৮
মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের আবির্ভাব	০৯
স্বর্ণযুগে মুসলমানদের অবস্থা ও বর্তমান যুগ	১০
তাক্বলীদ-এর পরিণাম	১৩
তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার ইমাম	১৫
এক নযরে চার ইমাম	১৫
২য় মতবাদ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	২০
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল	২১
৩য় মতবাদ : ধর্মই রাজনীতি	২৪
পর্যালোচনা	২৫
কুল দ্বীন ও ইক্বামতে দ্বীন-এর ব্যাখ্যা	৩১
হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদ	৩২
ইবাদত ও ইত্বা‘আত	৪০
ইবাদত ও ইত্বা‘আত-এর পার্থক্য	৪১
অন্ধ অহমিকা	৪৪

Contents

ফেরেশতারা দেব-দেবীর ন্যায় ৪৬
আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৪৬
ইবাদত ও মু'আমালাত ৪৭
কয়েকটি দলীল ৪৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৫১
এক নযরে তিনটি মতবাদ ৫৪
মধ্যপন্থা ৫৫
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় ৫৭
১. বস্তুগত উপাদান সমূহ ৫৭
২. নৈতিক উপাদান সমূহ ৫৮
দর্শনটির ছন্দপতন ৬২
উপসংহার ৬৯

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

তিনটি মতবাদ

(النظريات الثلاثة)

[১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর বুধবার সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের প্রথম দিনে ছাত্র-শিক্ষক-ওলামায়ে কেরাম ও সুধী সমাবেশে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন, তার প্রশ্নোত্তর পর্বটি 'পরিশিষ্ট' অংশ হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। উল্লেখ্য যে, মূল ভাষণটি 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামে ইতিপূর্বে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। -প্রকাশক]

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পূর্বোক্ত[১] তিন দফা কর্মপন্থা বাস্তবায়নের পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীর আরবীয় সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯০খৃ.) তাঁর 'মাসায়েলুল জাহেলিইয়াহ' বইয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর আগমনের প্রাক্কালে আরবে প্রচলিত একশত প্রকার জাহেলিয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] আমরা সেখান থেকে একটি এবং আধুনিক কালের দু'টি পরস্পর বিরোধী চরমপন্থী মতবাদের উল্লেখ করব।

---

১. উক্ত তিন দফা কর্মপন্থা 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামে প্রকাশিত বইয়ে দেখুন। হা.ফা.বা প্রকাশনা-২৭। *-প্রকাশক*

২. বইটি লেখক কর্তৃক অনূদিত এবং সঊদী সরকার কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

১ম মতবাদ : তাক্বলীদ

(النظرية الأولى : التقليد الأعمى)

নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এর ফলে মানুষ আর একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। এমনকি তার যে কোন ভুল হ'তে পারে এই ধারণাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়। মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতার অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক নবীকেই স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে সমাজের লালিত সত্যের (?) বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে কখনো তাঁদের মার খেতে হয়েছে, কখনো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কখনো দেশ ছাড়তে হয়েছে, কখনো জীবন দিতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ *('আলাইহিস সালাম)* যখন তাঁর কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর এত্বা'আত বা অনুসরণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং যাতে তারা তাদের অনুসরণীয় ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাস্র প্রমুখের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তজ্জন্য যিদ করল *(নূহ ৭১/২৩)*। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পরম ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি নবীর আহ্বানে সাড়া দেন। বাকী সবাই প্রচলিত তাক্বলীদী কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো এক ব্যাপক প্লাবনের গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল (اَلْمُوصِلُ) নগরীর

যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা ‘ছামানূন’ বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৩]

পরবর্তীকালে পিতা ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সকলকেই এই তাক্বলীদী গোঁড়ামীর মুকাবিলা করতে হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কওম স্ব স্ব বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে নবীর আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَـيْئًا وَّلاَ يَهْتَـدُوْنَ– ‘যখন তাদেরকে বলা হয়েছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলেছে, বরং আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে যা পেয়ে আসছি, তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা এসবের কিছুই জ্ঞান রাখত না বা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না’ *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

তাক্বলীদের সংজ্ঞা (تعريف التقليد) :

তাক্বলীদ ‘ক্বালাদাতুন’ শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। ‘ক্বাল্লাদাল বা‘ঈরা’ (قَلَّـدَ الْبَعِيْـرَ) ‘সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে’। সেখান থেকে মুক্বাল্লিদ, যিনি নিজের গলায় কারো আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে ‘নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে ‘তাক্বলীদ’ বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ فَكَأَنَّهُ لِقَبُوْلِهِ جَعَلَهُ قِلاَدَةً فِى عُنُقِهِ ‘অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম ‘তাক্বলীদ’। এইভাবে গ্রহণ করার ফলে ঐ ব্যক্তি যেন নিজের গলায় রশি পরিয়ে নিল’।[৪]

---

৩. কুরতুবী, ইবনু কাছীর হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; নবীদের কাহিনী ১/৭০ পৃ.; ‘মূছেল’ ও ‘মাওছেল’ (اَلْمُوصِلُ و اَلْمَوْصِلُ) দু’টি বানানই এসেছে *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮, ২৩৯৭১)*।

৪. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, হেরাত, আফগানিস্তান (৯৩০-১০১৪ হি./১৫২৪-১৬০৫ খৃ.) প্রণীত শরহ ক্বাছীদাহ আমালী-র বরাতে মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : মুহাম্মাদ দাঊদ রায (মৃ. ১৯৭১ খৃ.) কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) ৪৪ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৮।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা (التقليد والإتباع) :

অনেকেই দু'টি পরিভাষাকে এক করে দেখতে চান। অথচ দু'টির মধ্যে রয়েছে মৌলিক প্রভেদ। 'তাক্বলীদ' হ'ল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে কবুল করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল ছাড়াই অন্যের রায়ের অনুসরণ, অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। অন্য কথায় 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ, 'ইত্তেবা' হ'ল 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ। এক্ষণে কারু রায়ের অনুসরণ ও দলীলের অনুসরণের মধ্যে যে অন্ধকার ও আলোর পার্থক্য, তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবার আরবী সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

◈ اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الغَيْرِ (فِى الشَّرْعِ) بِلاَ دَلِيْلٍ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الغَيْرِ (فِى الشَّرْعِ) مَعَ دَلِيْلٍ- ◈ اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ الرَّأْىِ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِى الدِّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ-

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'তাক্বলীদ হ'ল (শারঈ বিষয়ে) কারু কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা এবং ইত্তেবা হ'ল (শারঈ বিষয়ে) কারু কোন কথা দলীল সহ গ্রহণ করা। তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[৫]

একথা পরিষ্কার যে, ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ কখনই করতে বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই, সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হোক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এজন্যেই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

৫. মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী (১১৭৩-১২৫৫ হি./১৭৫৯-১৮৩৯ খৃ.) আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০ হি./১৯২১ খৃ.) ১৪ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ....।

মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের আবির্ভাব

(حدوث التقليد فى المجتمع الإسلامى)

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগ শেষে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিভ্রান্তির যুগে তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে।[৬] তবে বিভিন্ন উসতায ও ইমামের তাক্বলীদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভব ঘটে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে। যেমন ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ-

'জেনে রাখ (হে পাঠক!) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[৭] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِى الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'তাক্বলীদের এই বিদ'আত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে আবির্ভূত হয়'। অতঃপর তিনি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল পেশ করেছেন।[৮]

---

৬. হাফেয হাকীম আবু ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী, ইউ.পি, ভারত (মৃ. ১৩৩৮ হি./১৯২০ খৃ.), আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ (দিল্লী : ১৩১৯ হি.), ৩৮ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৪।

৭. শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম, দিল্লী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসর : খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩২২ হি.) ১/১২২ পৃ.; ঐ, (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৫২ পৃ.; দু'খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮+২২০=৪১৮।

৮. হাফেয শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ দিমাশক্বী (৬৯১-৭৫১হি./১২৯২-১৩৫০ খৃ.), ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন (বৈরূত : দারুল জীল ১৯৭৩ খৃ.) ২/২০৮ পৃ.; ঐ, ২/২০৮-২৭৫ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৮।